অটিজম:ভ্রান্ত ধারনা ও বাস্তবতা

ডা.রুকসানা আব্বাস

অটিজম জীবন বৈচিত্রেরই একটি অংশ। স্নায়ুবিকাশের ভিন্নতাজনিত সীমাবদ্ধ পরিস্থিতিতে এ সকল মানুষ যথাযথভাবে সামাজিক যোগাযোগ, চলাফেরা, ভাববিনিময় এবং দৈনন্দিন কার্যনির্বাহে পরিপূর্ণ অংশগ্রহণে সমর্থ হয় না। ফলে প্রয়োজন হয় জীবনব্যাপী যত্ন পরিচর্যা। ১৯৪৩ সালে আমেরিকার শিশু মনোরোগ বিশেষজ্ঞ লিও ক্যানার সর্ব প্রথম বিশেষ ধরনের মনস্তাত্ত্বিক সমস্যায় আক্রান্ত কিছু শিশুর মধ্যে এই রোগটি সনাক্ত করে অটিজম শব্দটি ব্যবহার করেন। নিজের মধ্যে গুটিয়ে থাকার প্রবনতার কারনেই রোগের এই নামাকরণ। অটিজম রোগটির সুনির্দিষ্ট কারণ এখনও জানা যায়নি। উন্নত দেশগুলোতে গবেষণা অব্যাহত রয়েছে। মস্তিষ্কের অস্বাভাবিক গঠন, বৃদ্ধি বা ফাংশনের অস্বাভাবিকতার কারণে অটিজম হয়ে থাকে। জন্মের সময়, পূর্বে বা পরে মস্তিষ্কের অস্বাভাবিক রাসায়নিক প্রতিক্রিয়ার ফলে অটিজম হতে পারে ।

অটিজম শিশুর নিউরোডেভেলপমেন্টাল ডিজঅর্ডার বা মনোবিকাশের সমস্যা হয়। ব্রেনের নিউরোনসমূহ সঠিকভাবে তথ্য আদান-প্রদান করতে না পারায় শিশুর আচরণ, কথা-বার্তা ও বুদ্ধিবৃত্তি স্বাভাবিকভাবে কাজ করে না। জনসাধারণ অটিজম শব্দটির সাথে তেমন পরিচিত নয়। অটিজম মস্তিষ্কে বিকাশের এক ধরনের প্রতিবন্ধকতা যা শিশুর জন্মের প্রথম ৩ বছরের মধ্যে প্রকাশ পায়/ দেখা দেয়। অটিজমকে নিউরোবায়োলজিক্যাল ডিজঅর্ডার বলা হয় । শিশুরা এক বছর বয়সে অর্থবহ অঙ্গভঙ্গি করতে পারে, ১৬ মাস বয়স থেকে একটি শব্দ বলতে পারে এবং ২ বছর বয়সে ২ শব্দের বাক্য বলতে পারে কিন্তু অটিজম আক্রান্ত শিশুর মধ্যে এ সব আচরণ দেখা যায় না। অটিজম শিশুরা তার সমবয়সী শিশুদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে চায় না। অনেক শিশু ৩ বছর বয়স পর্যন্ত খেলাধুলা কথাবার্তা সব ঠিক থাকে কিন্তু হঠাৎ করে কথা বলা ও সামাজিক মেলামেশা বন্ধ করে দেয়। এটাকে বলা হয় রিগ্রেসিভ অটিজম। নাম ধরে ডাকলে সাধারণত শিশুরা সাড়া দেয়, কিন্তু অটিজমে আক্রান্ত শিশুর নাম ধরে ডাকলেও সাড়া দেয় না। এ ধরনের শিশু আপন মনে থাকতে পছন্দ করে।সবচেয়ে বড় কথা- এরা কারও চোখের দিকে তাকায় না।কারও দিকে তাকিয়ে হাসে না কিংবা আদর করলেও ততটা সাড়া দেয় না।বাংলাদেশের আনাচে-কানাচে অনেক পরিবারই আছে যারা অটিজম সঠিকভাবে বুঝতে বা শনাক্ত করতে পারেন না। ফলে সেসব পরিবারের জন্ম নেয়া বিশেষ শিশুটিকে বছরের পর বছর সমাজের সবার কাছ থেকে আলাদা করে রাখা হয়।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুযোগ্য কন্যা আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন অটিজম বিশেষজ্ঞ, বাংলাদেশের অটিজম ও স্নায়ু—বিকাশজনিত সমস্যা বিষয়ক জাতীয় উপদেষ্টা কমিটির প্রাক্তন চেয়ারপার্সন, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক “এক্সিলেন্স ইন পাবলিক হেলথ এওয়ার্ড” প্রাপ্ত এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার দক্ষিণ—পূর্ব এশিয়া অঞ্চলের পরিচালক মিজ্ সায়মা ওয়াজেদ ২০০৭ সনে বাংলাদেশে অটিজম ও নিউরো—ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধিতা নিয়ে উন্নয়নমূলক কার্যক্রম শুরু করেন এবং এখন পর্যন্ত নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। এক সময় অটিজম ছিল একটি অবহেলিত জনস্বাস্থ্য ইস্যু, এ সম্পর্কে সমাজে বিদ্যমান ছিল নানা ধরনের নেতিবাচক ধারণা। বর্তমান প্রতিবন্ধীবান্ধব সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার সদিচ্ছায় এবং অটিজম ও স্নায়ু—বিকাশজনিত বিশেষজ্ঞ মিজ্ সায়মা ওয়াজেদ—এর একান্ত প্রচেষ্টায় বাংলাদেশ এখন অটিজম বিষয়ে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে।

বর্তমানে বাংলাদেশে অটিজমে আক্রান্ত শিশুর সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। অনেক পিতা-মাতা জানেই না তাদের শিশু অটিজমে আক্রান্ত। তাই জন্মের পর শিশুর শারীরিক বিকাশের পাশাপাশি মানসিক বিকাশে যত্ন নেয়া জরুরি। সাধারণভাবে অটিস্টিক শিশুরা একই কথা বারবার বলে এবং একই কাজ বারবার করতে পছন্দ করে। অনেক অটিস্টিক শিশুর কিছু মানসিক সমস্যা যেমন- অতি চঞ্চলতা, অতিরিক্ত ভীতি, মনোযোগের সমস্যা, ঘন ঘন মনের অবস্থা পরিবর্তন হওয়া, ঘুমের সমস্যা ইত্যাদি থাকে। সুচিকিৎসা না হলে অটিস্টিক শিশুরা বড় হয়েও স্বাভাবিকভাবে জীবন চালাতে পারে না।

অটিজম ৩টি প্রধান সমস্যা হলো মৌখিক ও অমৌখিক যোগাযোগে সমস্যা,সামাজিকতার সমস্যা ও সীমাবদ্ধ বা পুনরাবৃত্তিমূলক আচরণ ও আগ্রহ।৫০ ভাগ অটিজম বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন শিশু কথা বলতে পারে না। পারলেও ঠিকমতো মনের ভাব প্রকাশ বা প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে না। আবার অনেক ক্ষেত্রে ইশারা বা অঙ্গভঙ্গির মধ্যমেও যোগাযোগ করে না। সঠিকভাবে ভাষা প্রয়োগ, নিজের অনুভুতি, চিন্তা বা চাহিদা প্রকাশ করতে পারে না। আবার অনেক সময় নিজের পছন্দের বিষয় নিয়ে দীর্ঘ সময় কথা বলতে আগ্রহ দেখায়। ঠাট্টা বা বাগধারা বোঝেনা। সামাজিক আদান প্রদান করতে চাইলেও কিভাবে করতে হবে বুঝে উঠতে পারেনা। কিছু কিছু শিশু সামাজিক হলেও তাদের কথোপকথন স্বাভাবিক হয় না ও বেশিক্ষণ চালিয়ে যেতে পারেনা। সমাজে বা পরিবেশ অ্যাডজাস্ট করা তাদের জন্য কঠিন হয়। অন্যদের সাথে বন্ধুত্ব বা সম্পর্ক স্থাপন, আদান-প্রদান মূলক খেলা, চোখে চোখে তাকানো, সামাজিক হাসি বিনিময় এসবে তাদের সমস্যা থাকে। একই কাজ বার বার করার, একই কথা বারবার বলার প্রবণতা থাকে। তার অন্যের অনুভূতি বা চেহারার অভিব্যাক্তিও অনেক ক্ষেত্রে বুঝতে অক্ষম। মস্তিষ্কে তথ্য প্রক্রিয়ার সমস্যার কারণে এই শিশুরা কি শোনে, দেখে, অনুভব করে তা সঠিক

ভাবে বুঝতে পারে না। স্বাভাবিক যোগাযোগ পন্থা, সামাজিকতা এমনকি সাধারণ খেলাও হাতে ধরে শিখাতে হয়। দৈনিক সাধারণ বিষয়গুলো অনুধাবন করতেও এরা ব্যর্থ । এদের অনেক ক্ষেত্রে পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সমস্যা থাকতে দেখে, অনুভব করে তা সঠিক ভাবে বুঝতে পারে না। স্বাভাবিক যোগাযোগ পন্থা, সামাজিকতা এমনকি সাধারণ খেলাও হাতে ধরে শিখাতে হয়। দৈনিক সাধারণ বিষয়গুলো অনুধাবন করতেও এরা ব্যর্থ। এদের অনেক ক্ষেত্রে পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সমস্যা থাকতে পারে। দেখা, শোনা, স্পর্শ, ঘ্রান ও স্বাদ- যে কোন একটি বা একাধিক বিষয়ে সংবেদনশীল হতে পারে। কোন বিশেষ শব্দ, রং, ঘ্রাণ সহ্য করতে পারে না। কোলে উঠা পছন্দ করে না। আবার সবকিছু মুখে দেয়, চিবায়। নিজের মুখে বা আঙুল দিয়ে শব্দ করে। অনেকের এপিলেপসি, এ্যাংজাইটি, ফোবিয়া বা ডিপ্রেশন ও থাকতে পারে।

জেনেটিক ফ্যাক্টরও খুব গুরুত্বপূর্ণ। অটিজমের কারণ বা তার বর্তমান অবস্থা জানার জন্য দেশে বিদেশে বিভিন্ন জায়গায়/কেন্দ্রে ঘুরে সময় বা অর্থ নষ্ট করার চেয়ে অপরিহার্য পরিণত বয়সে অটিজম বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন ব্যাক্তি যাতে আত্মনির্ভরশীল জীবন যাপন করতে পারে সেজন্য চেষ্টা করা জরুরি। বিশেষ করে লাইফ ম্যানেজমেন্ট স্কিল বৃদ্ধি করা জরুরি। নিজে নিজে টয়লেট ব্যবহার করা, দাঁত ব্রাশ করা, পোশাক পরা নিজের প্রয়োজনে অন্যের সাথে যোগাযোগ করা, টাকা বিনিময় করা, রাস্তা পার হওয়া, কোন বিপদ বা শারীরিক নির্যাতন থেকে নিজেকে রক্ষা করা ইত্যাদি শেখানো জরুরি।

সাংবিধানিক অধিকার রক্ষায় এবং আন্তর্জাতিক সনদের বাস্তবায়নে সরকার কর্তৃক অটিজম ও স্নায়ুবিকাশজনিত প্রতিবন্ধীসহ সকল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জীবনমান উন্নয়নে ‘প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩, নিউরো—ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট আইন, ২০১৩ এবং এ সংক্রান্ত বিধিমালা প্রণয়ন করা হয়। এ সকল আইনি বিধি—বিধান এবং জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন অভিলক্ষ্য রূপায়ন ও বাস্তবায়নে অটিজম ও অন্যান্য এনডিডি বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ব্যক্তিদের উন্নয়নে সরকার ২০১৪ সনে প্রতিষ্ঠা করে নিউরো—ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে নিউরো—ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই অটিজম ও অন্যান্য এনডিডি বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ব্যক্তিদের সার্বিক জীবনমান উন্নয়নে বিভিন্ন কল্যাণ ও উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের উদ্যোগ গ্রহণ, কর্মপরিকল্পনা, উন্নয়ন কর্মসূচি ও গঠনমূলক বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে । অটিজমসহ এনডিডি শিশু ও ব্যক্তিদের স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের জন্য নিউরো—ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট কর্তৃক ‘অটিজম ও এনডিডি সেবা কেন্দ্র' (এপ্রিল ২০২২ হতে মার্চ ২০২৫) শীর্ষক উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পটির আওতায় ৭টি বিভাগে মোট ১৪টি স্থানে ১৪টি কেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে এনডিডি শিশু ও ব্যক্তিদের প্রতিবন্ধিতার মাত্রা ও ধরণ অনুযায়ী বয়সভিত্তিক প্রয়োজন মাফিক ১৭ ধরণের সেবা সুবিধা প্রদান করা হবে।

অটিজম বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন শিশুর কথা বলার চেয়ে জরুরি যোগাযোগ দক্ষতা বৃদ্ধি করা যা শিশুর সামগ্রিক জীবনযাপনে ভূমিকা রাখে। অটিজম বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন শিশু বা ব্যক্তির পরিবর্তনের চেয়ে প্রয়োজন শিশুর সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিদের নিজেকে, নিজের পরিবেশকে অটিজম বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন শিশুদের উপযোগী করে সাজানো, ধৈর্য ধরে প্রতিদিন শিশুর সাথে খেলার ছলে কিছু শিখানো আর অন্য কোন শিশুর সাথে তুলনা না করা। বন্ধুসুলভ অনুকূল পরিবেশ পেলে অটিজম বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন শিশুরা সমাজের বোঝা না হয়ে সম্পদে পরিনত হতে পারে।

#

পিআইডি ফিচার